যুগান্তর

তারিখ 12 MAY 2008

১৫ মে'র মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে রোববার শাবি শিক্ষার্থীদের অনশন

যুগান্তর

পরীক্ষার দাবিতে শাবিতে শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন : ভিসি অবরুদ্ধ

শাবি প্রতিনিধি

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা না নেয়ার কারণে আগামী বিসিএস পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় থাকা শিক্ষার্থীরা রোববার নিজ কক্ষে অবরোধ করে রাখে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলামকে। তিনিকে তালাবদ্ধ করে রেখে তার কার্যালয়ের সামনে আমরণ অনশন অব্যাহত রেখেছে শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষার ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তারা কর্মসূচি প্রত্যাহার করবে না বলে জানিয়েছে। অনশনরত দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি ভর্তি করা হয়। স্যালাইন দিয়ে রাখা হয় আরও দুই ছাত্রছাত্রীকে। অবরুদ্ধ ভিসি কোন সাংবাদিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাননি। পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. রেজাই করিম খন্দকার ভিসির সঙ্গে কথা বলতে তার অবরুদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করেন। অনশনকারীরা এ সময় তালা খুলে দিলেও প্রবেশের পর ফের তালা ঝুলিয়ে দেয়।

আগামী ১৫ মে'র মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে

অনশন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

অনশন : শাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গতকাল ইংরেজি বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা দুপুর ১২টা থেকে ভিসি ভবন ঘেরাও করে এ কর্মসূচি শুরু করে।

শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন সত্ত্বেও রোববার রাত ৮টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। শিক্ষার্থীরা জানায়, ১৫ মে'র মধ্যে তাদের স্থগিতকৃত অবশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ না করা হলে ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তাই তারা অবিলম্বে স্থগিতকৃত ২টি কোর্সের পরীক্ষা নেয়ার দাবি জানায়।

সূত্র মতে, ইংরেজি বিভাগের ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ২৯ এপ্রিলে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়। ২টি কোর্সের পরীক্ষা শেষ হলে সেমিস্টার আইন ভঙ্গের অভিযোগে ৯৯তম একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অবশিষ্ট ২টি কোর্সের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এতে করে শিক্ষার্থীদের ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিয়ম অনুযায়ী ১৩ সপ্তাহ ক্লাস শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা নিতে হয়। কিন্তু ইংরেজি বিভাগ ১২ সপ্তাহ পর পরীক্ষা নিয়ে সেমিস্টার আইন ভঙ্গ করেছে। তাই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।